প্রকল্পের তথ্য প্রদানের ছক: ২০২২-২০২৩ অর্থবছর

<table>
<tr><th>ক্রমিক নং</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>বিবরণ</th></tr>
<tr><td>১</td><td>প্রকল্পের নাম</td><td>বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসী সেন্টার স্থাপন (২য় সংশোধিত)</td></tr>
<tr><td>২</td><td>মেয়াদ</td><td>মার্চ ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২৩</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>প্রাক্কলিত ব্যয়</td><td>
<table>
<tr><th>অর্থের উৎস</th><th>পরিমান (লক্ষ টাকায়)</th></tr>
<tr><td>বৈদেশিক সাহায্য</td><td>০.০০</td></tr>
<tr><td>জিওবি</td><td>১৭৮৪৩.০৮</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>১৭৮৪৩.০৮</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>জনবল</td><td>কর্মকর্তা: ৯ জন
কর্মচারী: ১ জন</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>পটভূমি</td><td>বিবরণ ও কার্যক্রম:
ডিজিটাল বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১-এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ২০১০ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগের যে রূপরেখা তুলে ধরা হয়, যেখানে চারটি বিষয়ের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে যথা:
(১) একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী মানবসম্পদের সার্বিক উন্নয়ন,
(২) জনগণকে তাদের সর্বাধিক অর্থবহ উপায়ে সংযুক্ত করা,
(৩) জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানো,
(৪) ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বেসরকারি খাত ও বাজারকে অধিকতর উৎপাদনশীল ও প্রতিযোগিতামুখী করে তোলা।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশ প্রযুক্তি ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য অগগ্রতিসহ প্রাধিকারযুক্ত চারটি ক্ষেত্রে দৃশ্যমান রূপান্তর সাধনে সফলকাম হয়। সরকারি সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অসামান্য সফলতা অর্জন করে। বেশ কিছু নীতি সহায়তা ও নাগরিকের সাথে উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গৃতীত হয় যার ফলশ্রুতিতে স্থাপিত হয় বহু সংখ্যক নাগরিক-কেন্দ্রিক ই-উদ্যোগ ও সেবা, যেমন মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, সরকারি স্কুলগুলোতে শিক্ষকের নেতৃত্বে শিক্ষণীয় বিষয় উন্নয়ন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো থেকে মোবাইল ফোনভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা, তৃণমূল পর্যায়ের তথ্য কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে কৃষিসহ অন্যান্য উপজীবিকা সংশ্লিষ্ট অনলাইন তথ্য ও সেবা (ই-তথ্যকোষ)। প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারকে জনগণের আরো কাছে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে “বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন” প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।</td></tr>
<tr><td>৬</td><td>লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য</td><td>

সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও তথ্য সংরক্ষণ সেবার সক্ষমতা তৈরি।
তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জনসাধারণকে সাইবার নিরাপত্তার বিষয়ে অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণ।
ইন্টারনেটে তথ্যের মাধ্যমে বিদ্যমান পরিস্থিতির মধ্যে সরকারের সচেতনতা বৃদ্ধি।
সরকারি কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা উন্নয়নের লক্ষ্যে, সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উন্নতকরন করা ।
ডিজিটাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (Digital Literacy Center) ।
উন্মুক্ত তথ্য বিশ্লেষণ কেন্দ্র চালুকরণ Open Data Analytics "জনতার সরকার" (আমার সরকার)।
তথ্য নিরাপত্তার বিষয়ে অবহিতকরণ ।
“Hack me if you can" কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সাইবার নিরাপত্তার সক্ষমতা বৃদ্ধি।

</td></tr>
</table>

৭	প্রকল্পের উল্লেখ্যযোগ্য কম্পোনেন্ট	➢ নিরাপদ ই-মেইল ও তথ্য সংরক্ষন সেবার সক্ষমতা তৈরি । ➢ উন্মুক্ত তথ্য বিশ্লেষণ- "জনতার সরকার (আমার সরকার)" সিটিজেন ইন্টারেক্টিভ পোর্টাল। ➢ ডিজিটাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (Digital Literacy Center) । ➢ জাতীয় মোবাইল ব্রাউজার (Android & IOS) তর্জনী। ➢ BIAM Foundation এ অত্যাধুনিক IT LAB স্থাপন; ➢ সাইবার নিরাপত্তার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মিলিটারী ইনস্টিটিউট অফ সাইন্স এন্ড টেকনোলজি (MIST) তে সাইবার রেঞ্জ ল্যাব স্থাপন; ➢ আইটি সিস্টেম ও রিলেটেড হার্ডওয়ার স্থাপন; ➢ "Hack me if you can" কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সাইবার নিরাপত্তার সক্ষমতা বৃদ্ধি।
৮	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	**২০২২-২০২৩** অর্থ বছরের উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি: **নিরাপদ ই-মেইল ও তথ্য সংরক্ষণ সেবাঃ** সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিরাপদ ই-মেইল এবং তথ্য সংরক্ষণ সেবার সক্ষমতা ৩ লক্ষ এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রনালয়/বিভাগ/সংস্থায় ৬৯৯টি ডোমেইনে প্রায় এক লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার একশত বায়ান্ন (১,৪৯,১৫২) ব্যবহারকারীকে এই সেবার আওতায় সংযুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে নতুন ৩৬টি ডোমেইনে প্রায় নয় হাজার তিনশত (৯,৩০০) জন ব্যবহারকারীকে এই সেবার আওতায় সংযুক্ত করা হয়েছে। **ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার কার্যক্রমঃ** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল জনসাধারণের ডিজিটাল জীবনাচরণের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে। এই প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার। এর উদ্দেশ্য হলো দেশের সকল নাগরিক বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল লিটারেসি শেখানো, যেন তারা নিরাপদে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ ও সচেতন হয়ে উঠতে পারে। ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টারের উদ্যোগে প্রাইমারী, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল লিটারেসি প্রশিক্ষণ চলছে। এই প্রশিক্ষণ কোর্সে আছে সাইবার বুলিং প্রতিরোধ, হ্যাকিং ও ফিশিং থেকে সুরক্ষা, ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট নিরাপদ রাখা, ভুয়া তথ্য ও ফেক নিউজ, গুজব চিহ্নতকরণ, ফেক আইডি ও ফেক ওয়েবসাইট চিহ্নতকরণ, অনলাইন প্রতারণা থেকে বাঁচার উপায়, শক্তিশালী পাসওয়ার্ড তৈরি ও একাউন্ট সুরক্ষা, ডিজিটাল আইন, কপিরাইট আইন, অনলাইনে গ্রহনীয় ও বর্জনীয় আচরণ প্রভৃতি। প্রকল্পের শুরু থেকে এই পর্যন্ত আমরা সারা দেশে প্রায় ৮,৩২৭ টি স্কুলে প্রায় ২ লক্ষ ৯০ হাজার শিক্ষার্থী এবং প্রায় ১৯,৮৩০জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছি। আমাদের ওয়েসবাইটে এসে নিবন্ধন করেছে প্রায় আড়ায় লক্ষ শিক্ষার্থী এবং কোর্স শেষ করে সার্টিফিকেট অর্জন করেছে ১,৩৭,৩৮২ জন শিক্ষার্থী। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে আমরা ৩,৭৬৩টি স্কুলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছি, যার মধ্যে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৯৪,০৭৫ জন এবং শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ৪,২৯৬ জন। **জাতীয় মোবাইল ব্রাউজার তর্জনী :** বর্তমানে শহরের পাশাপাশি গ্রামীণ জনপদেও ইন্টারনেট এর ব্যবহার বাড়ছে কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে গ্রামীণ জনপদের অনেক মানুষ ইংরেজি ভাষা সম্পর্কিত জটিলতার কারণে বর্তমানে যেসব মোবাইল ব্রাউজার বিদ্যমান আছে সেগুলোর প্রকৃত সুফল ভোগ করতে পারছে না । সহজে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে সাহায্য করার জন্য জাতীয় মোবাইল ব্রাউজার (তর্জনী)সম্পূর্ণ বাংলাতে তৈরি করা হয়েছে ।দুর্দান্ত গতি, অধিক নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার নীতি, কাস্টমাইজশনের সুবিধা সমূহ তজর্নী ব্রাউজারকে করে তুলেছে স্মার্ট । ইতোমধ্যে জাতীয় মোবাইল ব্রাউজারটি ১০০০০+ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী (অ্যাপল এবং গুগল প্লে স্টোরে) প্ল্যাটফর্ম থেকে ডাউনলোড করে ব্যবহার করতেছে । ০৭ই মার্চ – ২০২৩ মাননীয়

		প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ মোবাইল ব্রাউজারটি উদ্বোধন করেন।
		২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি: ৯৯.৯৭ %। বাস্তব অগ্রগতি: ১০০ %।
৯	প্রশিক্ষণ	স্থানীয়: ১,০২,১৩৪ জন । বৈদেশিক: জন
১০	সেমিনার/কর্মশালা/আয়োজিত ইভেন্ট ও প্রতিযোগিতা	 **Figure 1: ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার কার্যক্রমের আওতায় গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য ডিজিটাল লিটারেসি ও সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।** **Figure 2: ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার কার্যক্রমের আওতায় গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য ডিজিটাল লিটারেসি ও সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।**

Figure 3: ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার কার্যক্রমের আওতায় গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য ডিজিটাল লিটারেসি ও সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।

Figure 4: বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসী সেন্টার স্থাপন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় "জনতার সরকার" (Janatar Sarkar) সিটিজেন ইন্টারেক্টিভ ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনটিতে তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণ ও এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষে আয়োজিত কর্মশালা।

Figure 5: বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসী সেন্টার স্থাপন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় "জনতার সরকার" (Janatar Sarkar) সিটিজেন ইন্টারেক্টিভ ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনটিতে তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণ ও এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষে আয়োজিত কর্মশালা।

Figure 6: বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসী সেন্টার স্থাপন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় "জনতার সরকার" (Janatar Sarkar) সিটিজেন ইন্টারেক্টিভ ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনটিতে তথ্য

অন্তর্ভুক্তকরণ ও এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষে আয়োজিত কর্মশালা।

Figure 7: সাধারন জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধনের মাধ্যম হিসেবে "জনতার সরকার (Janatar Sarkar) সিটিজেন ইন্টারেক্টিভ ওয়েব পোর্টাল" এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

Figure 8: সাধারন জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধনের মাধ্যম হিসেবে "জনতার সরকার (Janatar Sarkar) সিটিজেন ইন্টারেক্টিভ ওয়েব পোর্টাল" এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

Figure 9: দেশের সাধারন জনগণকে সহজ ইন্টারনেট ব্যবহারে সহায়তা প্রদানে জাতীয় মোবাইল ব্রাউজার তর্জনী এর

		আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। **Figure 10:** দেশের সাধারন জনগণকে সহজ ইন্টারনেট ব্যবহারে সহায়তা প্রদানে জাতীয় মোবাইল ব্রাউজার তর্জনী এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। **Figure 11:** দেশের সাধারন জনগণকে সহজ ইন্টারনেট ব্যবহারে সহায়তা প্রদানে জাতীয় মোবাইল ব্রাউজার তর্জনী এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।